দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

25

শিক্ষার জন্য খাদ্য-নতুন কর্মসূচী

চলতি অর্থ বছরে দু'হাজার ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হয়েছে। খাদ্য বন্টন নীতিও পরিবর্তন করা হচ্ছে। এই দু'হাজার ইউনিয়নের বাইরেও ছাত্রছাত্রীদের খাদ্য কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এ কর্মসূচী চালু হয়েছিল গত বছর জুলাই থেকে এক হাজার ইউনিয়নে। এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছিল ১২-হাজার ১২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কর্মসূচীতে উপকৃত হয়েছে ১৬ লাখ ২৮ হাজার ৬৫৯ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রী। এ তথ্য শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন সংসদে। সংসদে এ ব্যাপারে ভিন্ন প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, গ্রামের সংখ্যার চেয়ে এ মুহূর্তে প্রাথমিক বিদ্যালয় অনেক বেশী। সকল গ্রামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নেই। ফলে প্রতি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব নয়। এ চিত্র মনে রেখেই দু'হাজার ইউনিয়নের বাইরের ছাত্রছাত্রীদের এ প্রকল্পের সুবিধা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

লক্ষ্যণীয় যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করা হলেও এই খাদ্য শস্য বিলি বন্টনের নির্দিষ্ট কোন কাঠামো সৃষ্টি করা হয়নি। সব দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষের— প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকদের। ফলে প্রতিটি স্কুলে একজন শিক্ষককে স্থায়ীভাবে এ দায়িত্বই পালন করতে হচ্ছে। এমনিতেই অনেক স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই। এর পরে শিক্ষকদের বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হলে শিক্ষাই ব্যাহত হয়।

এছাড়াও বিনামূল্যে কোন দ্রব্য প্রাপ্তির একটি নেতিবাচক দিক আছে। এ দ্রব্য বন্টন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই অভিযোগ উথাপিত হয়। সে অভিযোগ বিশ্বাসযোগ্য করতেও খুব বেগ পেতে হয় না। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজে এ ঘটনাই ঘটছে। কিন্তু কোন কালেই শিক্ষাঙ্গনে এ ধরনের বিশ্বাস অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়নি। অর্থাৎ শিক্ষকরাই খাদ্য শস্য বিলি বন্টনের দায়িত্ব পাওয়ায় একটি ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিনামূল্য খাদ্য শস্য পাওয়ার সুবাদে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সঠিক অর্থে সকল খাদ্য শস্য সংগ্রহকারীরাই ছাত্র নয়। এ ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া এবং সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ আছে বিভিন্ন মহলে।

এ পরিস্থিতি নিয়ে ইতিপূর্বেও আলোচনা হয়েছে। কোথায়ও কোথায়ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। স্কুলে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হয়েছে। এনিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি হয়েছে অনেক। তবুও বলা যায় যে অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ প্রকল্প নতুন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং এখানে মুখ্য প্রশ্ন হচ্ছে প্রকল্পের জন্য সঠিক এলাকা নির্বাচন ও খাদ্য শস্য বন্টনের জন্য পৃথক কাঠামো সৃষ্টি। এ প্রকল্পের সঙ্গে শিক্ষকদের যত কম জড়িত রাখা যায় ততই মঙ্গল।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সবদিক বিবেচনা করেই শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ নিয়ে সংসদে আলোচনাও হয়েছে। এ আলোচনা থেকে এ প্রকল্পের সঠিক চিত্রটি বের হয়ে এসেছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ প্রকল্পের আওতা আরো সম্প্রসারিত হবে।